R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকেলর প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৩শ বর্ষ. ৪র্থ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৩রা আষাঢ় বুধবার, ১৩৯৩ সাল। ১৮ জুন ১৯৮৬ সাল।

নগদ মূল্য : ৩০ পয়সা বার্ষিক ১৫্ সডাক

জঙ্গিপুর পুর নির্ব্বাচনে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ

বিশেষ সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর উপ বিভাগে দুটি পুরসভা। একটি জঙ্গিপুর অপরটি ধুলিয়ান। জঙ্গিপুর পুর নির্বাচনে ১৫টির মধ্যে ৭টি আসন লাভ করে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু ধুলিয়ানে কংগ্রেস ও সি, পি, এম-এর আসন সংখ্যা সমান সমান। উভয়েই ৫টি আসন লাভ করেছে। ১৪টি আসনের বাকী ৪টির মধ্যে ২টিতে বি, জে, পি ও ২টিতে নির্দল প্রার্থীরা জয়লাভ করেছেন। ধুলিয়ানের নির্বাচনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো বর্তমান চেয়ারম্যান অমিয় রায়ের (দোলন বাবু) পরাজয়। মুসলীমলিগ প্রার্থীদের একটিও আসন না পাওয়া আর একটি শুভ লক্ষণ। এতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে মুসলিম ভোটাররা সাম্প্রদায়িক প্রচারে প্রভাবিত হননি। জঙ্গিপুর পুর নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য পরাজয় ২২ বছরের পুরাতন কমিশনার নির্দল প্রার্থী রাজারাম মুন্দ্রার। তাঁকে সকলেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হিসাবে ধরে নিয়েছিলেন। এই নির্বাচনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা পূর্ববর্ত্তী কমিশনারদের মধ্যে অধিকাংশেরই শোচনীয় পরাজয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই কংগ্রেসের জয়লাভ। পুরানো কমিশনারদের মধ্যে প্রাক্তন চেয়ারম্যান হরিপ্রসাদ মুখার্জী মারা গিয়েছেন। ১০নং ওয়ার্ডের হরেন মণ্ডল এবার প্রার্থী ছিলেন না। এছাড়া পরাজিত হয়েছেন সেখ মহম্মদ হোসেন (নির্দ্দল), আবদুল হান্নান (সি, পি, এম), আলি হোসেন (গতবার নির্দল, এবারে কংগ্রেস), আবদুল রহমান (নির্দল), অপূর্ব সরকার (নির্দ্দল), ভাইস চেয়ারম্যান দেবব্রত সাধু (সি, পি, আই বর্তমানে নির্দ্দল), সুবল হালদার (আর, এস, পি)। এবার আর এস পি একটিও আসন পায়নি। গতবার তারা দুটি আসন লাভ করেছিল। সি, পি, আই গতবার একটি আসন পেয়েছিল। এবার তারা দুটি আসনে জয়লাভ করেছে। এস. ইউ, সি এবারই প্রথম পুরসভায় একটি আসন পেলো। এই আসনটি লাভ করেছেন পার্টির তরুণ সদস্য মৃণাল ব্যানার্জী ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী গৌতম রুদ্রকে মাত্র ১৯ ভোটে পরাজিত করে। নির্বাচনের ফলাফল কংগ্রেস—৭, সি, পি, এম—৪, সি, পি, আই—২, এস, ইউ, সি—১ ও নির্দ্দল—১। বর্তমান চেয়ারম্যান পরমেশ পাণ্ডে নির্দল প্রার্থী হিসাবে তাঁর গতবারের প্রতিদ্বন্দ্বী এবারের আর, এস, পি প্রার্থী সুশান্ত পাণ্ডেকে ৭০ ভোটে হারিয়ে তাঁর আসনটি রক্ষা করেন। গতবার তিনি জিতেছিলেন মাত্র ৩২ ভোটের ব্যবধানে। এবার আর, এস, পি তাঁকে নমিনেশন না দিয়ে তাঁর গতবারের প্রতিদ্বন্দ্বী সুশান্ত পাণ্ডেকে নমিনেশন দেয়। এ ওয়ার্ডে আর কোন প্রার্থী ছিল না। কংগ্রেস ওই ওয়ার্ডে তাঁদের প্রার্থী উদয়শঙ্কর রায়ের নাম প্রত্যাহার করে নেয়। কংগ্রেসের আসন সংখ্যা ৭ হলেও শোনা যাচ্ছে নির্দ্দল বিজয়ী প্রার্থী পরমেশ পাণ্ডেকে চেয়ারম্যান করে কংগ্রেস পুরবোর্ড গঠন করবে। (চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ধুলিয়ান পুরবোর্ড গঠনে অনিশ্চয়তা

ধুলিয়ান : বিগত পুরসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর দেখা গেল জয়ী হয়েছেন কংগ্রেস—৫, সি, পি, এম—৫, বি, জে, পি—২ এবং নির্দ্দল—২। ফরওয়ার্ড ব্লক, আর, এস, পি, সি, পি, আই একটিও আসনে জয়ী হয়নি। মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িক ধুয়া তুলেও একটি আসন লাভ করতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গের যে কটি পুরসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের নির্বাচনী আঁতাত হয়নি, ধুলিয়ান তার মধ্যে একটি। এখানে সি, পি, আই, আর, এস, পি ও সি, পি, এমের মধ্যে আসন সমঝোতা হলেও ফরওয়ার্ড ব্লক সমঝোতায় না এসে ৭টি আসনে প্রার্থী দেয়। সি, পি, আই ১টি ও আর, এস, পি ১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ফ্রন্টের পক্ষ থেকে। কিন্তু ঐ দুটি আসনেই নির্দল প্রার্থীরা জয়লাভ করেছেন। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, মুখে সমঝোতা হলেও সি, পি, এম পরোক্ষে নির্দল দুজনকে সমর্থন করাতে সি, পি, আই ও আর, এস, পি পরাজিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য ঘটনা ৯-২ ওয়ার্ডে সি, পি, এম-এর সমর্থিত নির্দলীয় প্রার্থী ফারুক হোসেন ও ফ: ব্লক প্রার্থী জ্ঞানেন্দ্রনাথ সাহা উভয়েই সমসংখ্যক ভোট পান। অবশেষে টসে জয়-পরাজয় নির্দ্ধারিত হয়। নির্দল প্রার্থী ফারুক হোসেন জয়লাভ করেন। আরো জানা গেল ফারুক হোসেন আনুষ্ঠানিকভাবে সি, পি, এমে যোগ দিয়েছেন। সেদিক দিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে বোর্ড গঠনের মুহূর্ত্তে নির্দ্দল দুজন সমর্থন করবে সি, পি, এমকে বলে সকলের ধারণা। কিন্তু তথাপি ১৪ আসনের পুরবোর্ডে ৮ জনকে সাথে না পেলে বোর্ড গঠন সম্ভব নয়। সে দিক দিয়ে নির্দল দুজনের সমর্থন পেলেও সি, পি, এম বোর্ড গঠন করতে পারবে না। আবার অন্যদিকে জয়ী বি, জে, পি প্রার্থী দুজনও যদি কংগ্রেসকে সমর্থন করেন তবুও কংগ্রেস বোর্ড গড়তে অপারগ। অতএব বোর্ড গড়তে হলে দুপক্ষকেই দল ভাঙ্গা-ভাঙ্গির খেলায় নামতে হবে। যে পক্ষই নির্দল এবং বি, জে, পি-র মোট কমিশনার চারজন থেকে তিনজনকে নিজের পক্ষে আনতে পারবেন, সেই পক্ষই বোর্ড গড়বেন। সেইভাবে গড়া বোর্ড কোন নিশ্চয়তাও দিতে পারবে না। কেন না দল ভেঙ্গে গড়া বোর্ডের মধ্যে ভাঙ্গা-গড়ার খেলা চলতেই থাকে। তাই বলা চলে ধুলিয়ানে এ বছরের পুর নির্বাচন স্থানীয় পুরবোর্ডকে অনিশ্চয়তার মধ্যে এনে ফেলেছে। এতে ধুলিয়ানের মত সমস্যাসংকুল পুর শহরে উন্নয়ন ব্যাহত হবে।

জয়ী প্রার্থীদের নাম :

ওয়ার্ড নং		
১	মোঃ আনেস্থর রহমান	কং (ই)
২	সদাগর মহালদার	কং (ই)
৩	আতাউর রহমান	নির্দল
৪	তামিজুদ্দিন	সি, পি, এম
৫	মুকেশ ভাই প্যাটেল	কং (ই)
৬	প্রকাশ সিং	বি, জে, পি
৭	সুন্দর ঘোষ	সি, পি, এম
৮	গাফফার মহালদার	কং (ই)
৯	ফারুক হোসেন	নির্দল,
১০	বরেন্দ্র সিং	বি, জে, পি,
১১	ইন্দ্র সাহা	সি পি, এম
১২	বিষ্ণু সেন	কং (ই)
১৩	আইনুল হক	সি, পি, এম,
১৪	সত্যদেব গুপ্ত	সি, পি, এম

১৯৮৬ সালের নতুন চা—গৌহাটী, শিলিগুড়ি ও কলকাতার বাজার দরের সাথে সমতা রক্ষা করে চা ভাণ্ডারে পাওয়া যাচ্ছে "পাইকারী চা"। বেকার ও নতুন ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।

ডায়মণ্ড বেকারী
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ড্যাবাইটিজ পাউরুটি ও বিস্কুট
প্রস্তুতকারক

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা আষাঢ় বুধবার, ১৩৯৩ সাল

॥ গো-তত্ত্ব ॥

পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ—এই দুইটির মধ্যে প্রথমটি একটি অঙ্গরাজ্য এবং দ্বিতীয়টি ক্ষুদ্র হইলেও একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। এই দুই দেশের মধ্যে বিভিন্ন জিনিসপত্রের আইন বহির্ভূত লেনদেনের কারবার এক রকমের 'ওপেন সিক্রেট'। আবার উভয় দেশের মধ্যে পাসপোর্ট-ভিসা ছাড়াও জনচলাচল, আত্মীয়-স্বজনদের সহিত 'মুলাকাৎ' কার্যাদি বেশ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এপারের কেহ কোন অপকর্ম করিয়া ওপারে আশ্রয় লইয়া নিশ্চিন্তে থাকেন। খুব বেশী আশ্চর্য হইবার কিছু থাকিবে না যদি অচিরকালের মধ্যে বিবাহ-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া পড়ে উভয় বাংলার মধ্যে। এপারের লোক ওপার গিয়া 'সাদী' পড়াইয়া এপারে ফিরিলেন এবং প্রীতি-ভোজে ওপারের মাননীয় 'মেহমান'রা জিয়াফৎ রক্ষা করিয়া ধন্য করিলেন ছেলে পক্ষকে। নির্বাচনের সময় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ভুয়া ভোটারও আমদানী একই প্রকারে প্রয়োজন-বোধে করিতে পারেন যেমন আমদানী হইতে পারে বিহার মুলুক হইতে এই রাজ্যে।

নিবন্ধটি প্রসঙ্গান্তরে চলিয়া যাইতেছে। আমাদের মূল বক্তব্য : দুই বাংলার মধ্যে মাল পত্র, মানুষ, পশু প্রভৃতির নির্বাধ আদান-প্রদান। তবে ইদানীং বোধ করি, পশুরা, বিশেষ করিয়া বলীবর্দকুল, যেমন এক প্রবাহের ন্যায় ওপার বাংলায় গিয়া নির্বাণ লাভ করিবার জন্য পথের ক্লান্তি ভুলিয়া দুর্বার গতিতে ছুটিয়া চলিতেছে, তেমন আর অন্য কিছু নয় বলিয়াই ধারণা। এই সব বলীবর্দ কী সুশ্রী, বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যবান! নিবন্ধ লিখিবার পূর্বদিন জনৈক শ্রমিক ব্যক্তির সহিত আলাপচারীতে বলা হইল যে, বাংলার চাষী সম্প্রদায় যেরূপ স্বাস্থ্য-বান, তাহাতে এই দশাসই গোচালনা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। উত্তর পাওয়া গেল যে, পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে বাংলাদেশে ইহাদের লইয়া যাওয়া হইতেছে এবং ইহাদের পরিণতি আত্মোৎসর্গ। তখন চিন্তা হইল, তবে কি ওপার বাংলার গো-কুল নিঃশেষ করিয়া এই দিকে হাত বাড়ান হইয়াছে? নাকি পল ও মেদ এবং চর্মাদি হইতে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করা হইবে?

সে যাহাই হউক, যেভাবে গো-স্রোত বেগবান, তাহাতে ভাবিবার দিক আছে। ধুলিয়ান অঞ্চলে ইহার ফলাও কারবার আছে, সকলেই জানেন। এই মহকুমা শহরেও বেশ কিছুদিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে! এই জেলার জলঙ্গী করিমপুরের দিকে ইহা চলিতেছে। অবাক হইয়া যাইতে হয়, কত গরু প্রতিদিন ওপারে চলিয়া যাইতেছে! এইসব গরু সুদূর হরিয়ানা, পাঞ্জাব, রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্য হইতে আমদানী করা হইতেছে। অচির-কালের মধ্যে ভারতের গো-সম্পদ বিনষ্ট হইলে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। হাজার হাজার গরু চাষকার্যের জন্য ক্রয় করা হইতেছে, ইহা অসম্ভব। সুতরাং এ দেশের সরকার পক্ষ যদি একটা ব্যবস্থা রাখিতেন, তবে বোধ হয়, দেশের ঘাটতি বাজেটে কিছু সুরাহা হইত। একটি বিশেষ গো-কর বসাইলে যথেষ্ট অর্থাগম হইতে পারে। ভারতে গরু নিশ্চিহ্ন হইলেও সরকারী তহবিলে একটা মোটা অঙ্ক আসিবে। লোকে ব্যবসায়ে নামিলে বেকার সমস্যার কিছু সমাধান হইবে। আবার সীমান্ত রক্ষীদের দৃষ্টি এড়াইয়াও এমন বিপুল গো-চালান সম্ভব নয়। সুতরাং হয় তাঁহাদের প্রতি সরকারী নির্দেশ আছে উভয় দেশের মধ্যে কোন চুক্তির জন্য (?) বলিয়া তাঁহাদের কিছু বলিবার নাই, আর না হয়, ইহাতে দেশীয় মুদ্রা মিলিতেছে।

ফাঁড়ির অচলাবস্থা

জঙ্গিপুর : শহরের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা, চোরাকারবারী, বে-আইনী ব্যবস্থা বন্ধ করার পেছনে এক সময় জঙ্গিপুর ফাঁড়ির সুনাম ছিল। বর্তমানে সেই সুনাম একদম নষ্ট হয়ে গেছে। জঙ্গিপুর শহরে পুলিশী প্রহরা চোখে পড়ে না। প্রতি ঘণ্টায় বাজে না শব্দের সংকেত। ভারী বুটের শব্দও নেই। এমনকি ফাঁড়ির নিজস্ব এলাকাতেও পোষাক প্রহরার পুলিশ চোখে পড়ে না। সকলেই সাদা পোশাকে ঘুরে বেড়ায় যত্রতত্র। তবে কি ফাঁড়ির প্রয়োজন নেই? কেন তবে লক্ষ টাকা ব্যয় করে বিশাল গৃহ নির্মাণ করা হল? অবাধে জঙ্গিপুরের চারিদিকে চোরাকারবার চলছে অথচ ফাঁড়ি কর্তৃপক্ষ জেগে ঘুমোচ্ছে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

পুর ঘাট ডাক প্রসঙ্গে

সম্প্রতি আপনার পত্রিকায় পুর ঘাট নিলাম প্রসঙ্গে যে সংবাদ প্রকাশিত হয় তাতে কিছু তথ্য ভুল আছে। আমরা চারজন কমিশনার ঘাট ডাকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লিখিত প্রতি-বাদ জানাই। চিঠিটি প্রকাশের উদ্দেশ্যে পাঠালাম।

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, কমিশনার

মাননীয় চেয়ারম্যান, জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি মহাশয়,

আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ জঙ্গিপুর পৌর-সভার কমিশনার হইতেছি। নিম্নলিখিত বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানাচ্ছি। অদ্য ইং তাং ২৪-৩-৮৬ জঙ্গিপুর পৌরসভা হলে জঙ্গিপুর পৌরসভা পরিচালিত এনায়েতনগর ডোমপাড়া ফেরীঘাট এবং সদর ফেরীঘাটদ্বয় প্রকাশ্য নিলাম চলাকালীন ঘাটের নিলাম শেষ ৫,০০০০০,০০ (পাঁচ লক্ষ টাকা) টাকায় সর্ব্বোচ্চ ডাককারীকে দেওয়ার সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমরা একমত নই। কারণ গত ১৭-৩-৮৬ ঘাটদ্বয়ের ডাক সর্ব্বোচ্চ ৬,০০০০১, (ছয় লক্ষ এক টাকা) উঠিয়াছিল কিন্তু সেদিন সর্ব্বোচ্চ ডাককারীকে না দিয়া পুনরায় ২৪-৩-৮৬ নিলাম হইবে বলিয়া এবং আরও বেশী ডাক উঠিবে এই রকম আভাস দেওয়া হইয়াছিল। আমরা মনে করি ১৭-৩-৮৬ তারিখে সর্ব্বোচ্চ ডাককারীকে তাহার অনুকূলে বন্দোবস্ত না দিয়া ২৪-৩-৮৬ তে ৫ লক্ষ টাকায় ঘাট বন্দোবস্ত দেওয়াটা সমীচীন হয় নাই। আমরা এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমাদের আপত্তি জানাইলাম।

নিবেদন ইতি—

১। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, ২। উদয় সিংহ,
৩। আব্দুর রহমান, ৪। এ এইচ, গজনবী

[সম্পাদকের বক্তব্য : পুরপতিকে দেওয়া চারজন কমিশনারের সহিযুক্ত ঘাট নিলামের বিরুদ্ধ মতের দরখাস্তটি ২৫ মার্চ পুর দপ্তরে জমা দেওয়া হয়। ওই দরখাস্তে কিন্তু বাম কমিশনার সুবল হালদারের কোন সহি নাই। তাছাড়া আমরা বুঝতে অক্ষম—তাঁরা ২৪ মার্চ ঘাট ডাকের দিনই প্রতিবাদপত্র পেশ করলেন না কেন? আরো প্রকাশ, ঘাট নীলামের দিন মিনিট বুকে কোন বিরুদ্ধমত লিপিবদ্ধ হয়নি। —সম্পাদক]

National Thermal Power Corporation Ltd.

NTPC

(A Government of India Enterprise)

FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT

P. O. NABARUN—742236 DIST. MURSHIDABAD : WEST BENGAL

GRAM : THERMPOWER

Sealed tenders are invited from experienced and registered contractor of NTPC/CPWD/ Railways/WBSEB and Public Sector Undertaking for the following works. Tender documents can be had in person showing the registration and credentials from the office of the undersigned during working hours of the date mentioned for sale of documents on payment of cost of tender documents for the works. Tenderers desiring documents by post should sent Rs. 20/- (Rupees Twenty) only extra for the work either by the I. P. O payable at Post Office, Khejuriaghat or Demand Draft in favour of "NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LTD." payable on State Bank of India at Farakka alongwith a copy of proof of registration and credentials.

The tender documents will be on sale from 13-6-86 to 12-7-86 from 9-00 to 12-00 hour sand 14-30 to 16-00 hours. Tenders will be received upto the tender opening date and time as indicated below and will be opened immediately thereafter in presence of the attending tenderers or their authorised representatives.

Sl. No.	Name of the works	Approx. value of work	Amt of EMD / Cost of tender paper	Completion period	Date & time of opening
1.	General civil, Sanitary, Water supply, Drainage & Building electrification work for trainee hostel-3 at permanent township of FSTPP. NIT No. FS : 42 : CS : 279/T-26/86	23,00 Lakhs	Rs. 46,000/- Rs. 100/-	12 months	14-7-86 at 3-00 p m.
2.	General civil, Sanitary, Water supply, Drainage & Building electrification work for trainee hostel-1 at permanent township of FSTPP. NIT No. FS : 42 : CS : 297/T-27/86	21.5 Lakhs	Rs, 43,000/- Rs. 100/-	12 months	14-7-86 at 3-00 p m.
3.	General civil, Sanitary, Water supply, Drainage & Building electrification work of workshop for training centre at permanent township of FSTPP. NIT No. FS : 42 : CS : 278/T-28/86	14.00 Lakhs	Rs. 28,000/- Rs. 100/-	12 months	14-7-86 at 3-00 p. m.
4.	General civil. Sanitary, Water supply, Drainage & Building electrification for Telephone Exchange building at permanent township of FSTPP. NIT No. FS : 42 : CS : 298/T-29/86.	2.0 Lakh	Rs. 4000/- Rs 50/-	6 months	14-7-86 at 3-00 p. m.

(Contd. 4 Page)

(From 3 Page)

Terms and Conditions :

1. Proof of registration, latest tax clearance certificates and other credentials are to be shown at the time of obtaining forms and should be submitted alongwith the tender.
2. Interested parties are advised to visit the site to familiarise with the site condition.
3. Tenders received late and/or without Earnest money will not be entertained. Adjustment of Earnest money against running account bill is not acceptable and Earnest money to be submitted in any of the acceptable form as mentioned in the tender paper. Tenderers registered with any other project of NTPC, are not exempted from depositing EMD. All the tenders must be accompanied by requisite Earnest money in prescribed form Earnest money of ... ... enclosed should clearly be written on the top of the envelope containing tender paper. failing which the tender (s) may not be opened and will be returned to the tenderer (s).
4. NTPC takes no responsibility for delay or non-receipt of tender documents sent by post.
5. The authority of acceptance of any offer in part or in whole or dividing the work amongst more than one party solely rests with NTPC. NTPC does not bind itself to accept the lowest offer or any offer and reserves the right to cancel any or all the offers without assigning any reason.

Deputy Manager (Contracts)
FSTPP/NTPC

১৬৩ কেজি শিক্ চুরি

সাগরদীঘি : বালিয়া গ্রামের প্রাথমিক স্কুল গৃহ নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য লুথারেণ ওয়ার্ল্ড সার্ভিস ১৬৩ কেজি শিক্ বিদ্যালয় গৃহে এনে রাখেন। পরের দিন কাজ করতে গিয়ে তাঁরা দেখেন সেই শিক্গুলি বেপাত্তা। গ্রামের মানুষ এ ধরনের অপকর্মে মর্মাহত। কিন্তু আজও চোর ধরা পড়লো না বা শিক্গুলি উদ্ধার হলো না। লুথারেণ ওয়ার্ল্ড সার্ভিস বাধ্য হয়ে তাঁদের সাহায্য হাত গুটিয়ে নিলেন। ফলে প্রাথমিক স্কুল গৃহ নির্মাণের কাজ ব্যাহত হলো ও গ্রামের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ায় বাধা পড়ল।

কংগ্রেস সংখ্যা গরিষ্ঠ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

১৫ জনের বোর্ডে তাঁকে নিয়ে কংগ্রেসের আসন হবে ৮। উপ-পুরপতি হিসাবে নাম শোনা যাচ্ছে প্রবীণ শাম মহম্মদ বিশ্বাস কিংবা নবীন আব্দুল কাদেরের। ১৫টি ওয়ার্ডে জয়ী প্রার্থীদের নাম :

১নং ওয়ার্ডে শামমহম্মদ বিশ্বাস (কং) ২নং ওয়ার্ডে আব্দুল কাদের (কং) ৩নং ওয়ার্ডে দিলীপকুমার সাহা (সি পি আই), ৪নং ওয়ার্ডে মহঃ ফাইজুদ্দিন (কং), ৫নং নিয়ামত আলি (সি পি এম), ৬নং ওয়ার্ডে ব্রজগোপাল সিংহ (কং), ৭নং ওয়ার্ডে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য (সি পি এম), ৮নং ওয়ার্ডে উদয় সিংহ (সি পি এম), ৯নং ওয়ার্ডে নুরুল ইসলাম (বাজারুল সরদার) (কং) ১০নং মহম্মদ সামশুল (কং), ১১নং আবুল হাকিম গজনবি (সি পি এম), ১২নং পরমেশ পাণ্ডে (নির্দল), ১৩নং অশোক সাহা (সি পি আই), ১৪নং মৃণাল ব্যানার্জী (এস ইউ সি), ১৫নং সূর্যনারায়ণ ঘোষাল (কং)।

এঁদের মধ্যে সর্বোচ্চ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন ১০নং ওয়ার্ডের মহম্মদ সামশুল (কং)। তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়েছেন প্রায় ১২০০ ভোটের ব্যবধানে। আর সবচেয়ে কম ভোটের ব্যবধান হয়েছে ৮নং ওয়ার্ডে। এখানে জয়ী উদয় সিংহ (সি পি এম) তাঁর নিকটতম প্রার্থীকে হারিয়েছেন মাত্র ১ ভোটে।

নিখুঁত টিভি
প্যানোরামা
এক বছরের গ্যারান্টিসহ
বিক্রেতা :
টেলিস্টার ইলেকট্রনিক্স
রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা, মুর্শিদাবাদ
বিঃ দ্রঃ টিভি সারভিসিং করা হয়।

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

জায়গা বিক্রয়
রঘুনাথগঞ্জ থানার সামনে বাউণ্ডারী ঘেরা একটি জায়গা বিক্রয় আছে।

যোগাযোগ স্থান—
মহাবীর বস্ত্রালয়
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা ॥ ফোন : ১০৭

রঘুনাথগঞ্জ (ফোন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।